একটি স্বপ্নের শুরু: থ্রি জিরো তত্ত্ব

একটু কল্পনা করো তো! একটি বাংলাদেশ—যেখানে দারিদ্র্য বলে কিছু নেই, বেকারত্ব শূন্য, আর পরিবেশ পুরোপুরি দূষণমুক্ত। প্রতিটি মানুষ উন্নয়নের কাজে হাত মিলিয়েছে, আর প্রকৃতি তার নির্মল সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। শুধু স্বপ্ন মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনুসের 'থ্রি জিরো তত্ত্ব' এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটি রূপরেখা।

'থ্রি জিরো তত্ত্ব' কী?

'থ্রি জিরো তত্ত্ব' একটি আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশবান্ধব লক্ষ্য। এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক আর জলবায়ুগত তিনটি দিককে একসঙ্গে এনে একটি টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার মডেল। এর তিনটি স্তম্ভ হলো:

শূন্য দারিদ্র্য
শূন্য বেকারত্ব
শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ

এই তিনটি লক্ষ্যকে একটু বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা যাক-

Biddabari
your success benchmark

000

3 ZERO THEORY

ZERO POVERTY

ZERO UNEMPLOYMENT

ZERO CARBON

শূন্য দারিদ্র্য

শূন্য দারিদ্র্য মানে এমন এক সমাজ, যেখানে কেউ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে না। প্রত্যেকের খাবার, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা আর পরিষ্কার পানির মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে। এটি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) প্রথম লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করতে চায়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের মাইক্রোফিনান্স মডেলকেই আমরা উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি। এই মডেলে অল্প পরিমাণ ঋণ নিয়ে গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে নারীরা, ছোট ছোট ব্যবসা শুরু করেন। যা তাদের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য বাস্তবিক পক্ষেই সহায়ক। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন আর জীবনমান উন্নয়নে মাইক্রোফিনান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শূন্য বেকারত্ব

শূন্য বেকারত্ব মানে এমন এক সমাজ, যেখানে প্রত্যেক সক্ষম মানুষের জন্য কাজের সুযোগ থাকবে। তবে এখানে শুধু চাকরির কথা নয়, ড. ইউনুস বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক মানুষই একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তা। তিনি বলেন, বেকারত্ব একটি কৃত্রিম সমস্যা, যা সমাজের কাঠামোগত ত্রুটি আর সুযোগের অভাব থেকে তৈরি হয়।

এই লক্ষ্য অর্জনে দরকার সামাজিক ব্যবসা, মাইক্রোফিনান্স আর শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। এছাড়া, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন দক্ষতা শেখা, দেশের সম্পদ আর সংস্কৃতির সঠিক ব্যবহার—এসবের মাধ্যমে শূন্য বেকারত্বের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

Iddabari
your success benchmark

শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ

ড. ইউনুস বলেন, জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

‘থ্রি জিরো তত্ত্ব’র তৃতীয় স্তম্ভ হলো পরিবেশ রক্ষা। শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ মানে পরিবেশে যতটুকু কার্বন নির্গত হয়, ততটুকুই শোষিত হয়, যাতে কার্বনের ভারসাম্য বজায় থাকে।

এই লক্ষ্যে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

- সবুজ প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, যেমন- সৌর, বায়ু কিংবা জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করে কার্বন নির্গমন কমানো।
- ‘কার্বন সিঙ্ক তৈরি’ করা। বনায়ন, পুনঃবনায়ন আর মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্বন শোষণের ক্ষমতা বাড়ানো।
- কার্বন অপসারণ প্রযুক্তি, কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড স্টোরেজ (CCS) বা বায়ো-এনার্জি উইথ কার্বন ক্যাপচার (BECCS) এর মতো প্রযুক্তির ব্যবহার।

শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণের একটি বাস্তব এবং অবিস্মরণীয় উদাহরণ হলো প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪। যেখানে স্টেডিয়াম গুলোতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ডিজাইন ব্যবহার করা হয়েছিল। এছাড়া, ভুটান, মাদাগাস্কার, পানামা, সুরিনামের মতো দেশগুলো 'জি জিরো ফোরাম' গঠন করে কার্বন নির্গমন শূন্যে নামানোর জন্য কাজ করছে। বিশ্বের ৩৯টি দেশের ১১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইউনুস সোশ্যাল বিজনেস সেন্টার' গুলোও এই লক্ষ্যে সামাজিক ব্যবসা ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের প্রচারণা চালাচ্ছে।

তবে চ্যালেঞ্জও আছে। সবুজ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ব্যয়বহুল। কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তি এখনো পুরোপুরি ব্যবহারযোগ্য নয়, আর উন্নত দেশগুলোও এই প্রযুক্তি ব্যবহারে ততটা আগ্রহী নয়। তবু ড. ইউনুস বিশ্বাস করেন, তরুণদের নতুন আইডিয়া, প্রযুক্তি, সুশাসন আর পরিবেশবান্ধব ব্যবসার মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোর পথে থাকা সকল বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।

এসডিজি'র সঙ্গে থ্রি জিরো: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে 'থ্রি জিরো তত্ত্ব' এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এই তত্ত্বকে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে প্রয়োগের পরিকল্পনা করছে।

ড. ইউনুস এই তত্ত্বকে আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "এটি একটি নতুন সভ্যতার জন্ম দেবে—একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলবে।"

ড. ইউনুসের মতে, পরিবেশবান্ধব শিল্পনীতি, সবুজ প্রযুক্তি আর তরুণদের সৃজনশীলতার সমন্বয়ে 'থ্রি জিরো' এর মূল লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। তিনি প্রত্যেককে "থ্রি জিরো পারসন" হওয়ার আহ্বান জানান—যারা উদ্যোক্তা হয়ে বেকারত্ব দূর করেন, সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করেন, আর এমন জীবনযাপন করেন যাতে কার্বন নির্গমন শূন্যের কাছাকাছি থাকে।

বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৬০০টি 'থ্রি জিরো ক্লাব' এই লক্ষ্যে সক্রিয়। বাংলাদেশেও এই তত্ত্বের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। কারণ, এটি শুধু একটি মডেল নয়, একটি জীবনধারা—যা আমাদের বর্তমানকে উন্নত করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎকেও বদলে দিতে পারে।

Siddabari
Your success benchmark